মৌমাছির আত্মজীবনী ক্লাস ৬-৭

(এসপি৩২)

আমাকে সব জায়গাতেই দেখা যায়। অনেকে বলে আমাকে দেখতে নাকি খুব সুন্দর। কিন্তু আমি হুল ফুটিয়ে দিলে আর রক্ষা নেই। সে খুব কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাখনা থাকার জন্যে আমাকে সবাই এক ধরণের পতঙ্গ বলে। মধু সংগ্রহ করা আমার কাজ। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কে? আমি এক মৌমাছি। আমাদের তিনটি শ্রেণী হয় – স্ত্রী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি আর কর্মী মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছির কাজ ডিম পাড়া। পুরুষ মৌমাছি কোন কাজ করে না। আর ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে মৌচাক তৈরি করা কর্মী মৌমাছির কাজ। আমি এক কর্মী মৌমাছি। আমার আকার বেশ ছোট। আমার ছ'টা পা আর মুখে ছ'টা শুঁড় আছে। আর শরীরের শেষ ভাগে সূচের মত একটা হুল আছে। আত্মরক্ষার জন্য আমি এই হুল ব্যবহার করি। আর পিঠে আছে চারটে ডানা। ওড়ার সময় এই ডানায় গুনগুন শব্দ হয়। এটাকেই বলে মৌমাছির গুঞ্জন।

আমি খুব পরিশ্রমী পতঙ্গ। ফুলে ফুলে মধু আহরণ করা আমার কাজ। মধু আহরণের পর তা মৌচাকে সঞ্চয় করে রাখি। আমার পেটের নীচে একটা থলিতে থাকে মোম। এই মোম দিয়ে আমি মৌচাক বানাই। মৌচাক সাধারণত শক্ত ডালে কিম্বা বড় বাড়ির কার্নিশে বানাই। মনে রেখো মৌচাকে কেউ আঘাত করলে আমরা দল বেঁধে আক্রমণ করি। মৌচাক থেকে বেরিয়ে সামনে যাকে পাই হুল ফুটিয়ে দিই। সেই বিষে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। মানুষেরও বুদ্ধি কম নয়। তারা আগে মৌচাকের নিচে ধোঁয়া দিয়ে আমাদের ঘরছাড়া করে। তারপর মধুর জন্যে মৌচাক ভেঙে নিয়ে চলে যায়। আমরা কিচ্ছু করতে পারি না। বুঝতেও পারি না কি হচ্ছে। ফিরে এসে আর নিজের ঘর খুঁজে পাই না। আবার শুরু হয় মধু আহরণ, মৌচাক বানানো... আমরা সবাই খুব পরিশ্রমী তাই আবার নতুন উদ্যমে ঘর বানাই।

আমার তৈরি মধু মানুষের অনেক উপকারে লাগে। মধু খেতে খুব সুস্বাদু ও মিষ্টি হয়। এটা মানুষের শরীরের পক্ষে খুব উপকারি। সর্দি-কাশিতে তুলষি পাতা দিয়ে মধু খেলে তা কমে যায়। মোম দিয়ে বাতি, খেলনা আর ওষুধ তৈরি হয়। আমি এক ছোট্ট প্রাণী হলেও আমার কাছ থেকে মানুষ পরিশ্রম করতে শিখতে পারে। আমি সারাদিন এ ফুল থেকে ও ফুল ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করি। একটুও বসার সময় পাই না। আমাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়। ক্লান্তি শব্দটা আমার অভিধানে নেই। আমার শ্রমের ফসল আমি পাবার আগেই মানুষ নিয়ে নেয়। তাই লোকালয় থেকে অনেক দূরে মৌচাক বানাতে চেষ্টা করি।

© আরকেড ইনফোটেক ২০১৬